দৈনিক
ইনকিলাব

18 APR 2012
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

কওমী মাদ্রাসা শিক্ষার স্বীকৃতি বেফাকের নামেই হতে হবে

-বেফাক নির্বাহী কমিটির বৈঠকে নেতৃবৃন্দ

□ স্টাফ রিপোর্টার

সদ্য গঠিত কওমী মাদরাসা শিক্ষা কমিশন নিয়ে নানা জটিলতা সৃষ্টি হওয়ায় কওমী মাদরাসার জাতীয় প্রতিষ্ঠান বেফাকের নেতৃবৃন্দ বেফাক সভাপতি আল্লামা শাহ আহমাদ শফীর ৫ দফা বাস্তবায়নের শর্তে কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা কমিশন কার্যকর করার দাবী করেছেন। গতকাল মঙ্গলবার বেফাক কার্যালয়ে বেফাক সহ-সভাপতি আল্লামা আশরাফ আলীর সভাপতিত্বে নির্বাহী কমিটির এক জরুরী বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তে বলা হয়, চট্টগ্রামের হাটহাজারী মাদরাসায় ৮ এপ্রিল আল্লামা শাহ্ আহমাদ শফী ও সরকারের মধ্যস্থতাকারীদের আলোচনায় তাদের মাধ্যমে সরকারের নিকট উত্থাপিত দাবী সমূহ এবং প্রস্তাবিত

পৃঃ২ কঃ৬

কওমী মাদ্রাসা শিক্ষার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

২১ সদস্যের তালিকা পূর্ণ বাস্তবায়ন করতে হবে। বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশকেই এফিলিয়েটিং ক্ষমতা সম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয় করার মাধ্যমে কওমী সনদের স্বীকৃতি বাস্তবায়ন করতে হবে। কমিশনকে দেশব্যাপী গ্রহণযোগ্য করে তুলতে বেফাকের সহ-সভাপতি আল্লামা আশরাফ আলীকে কমিশনের "কো-চেয়ারম্যান ১" এবং মাওলানা ফরিদ উদ্দিন মাসউদকে "কো-চেয়ারম্যান ২" করতে হবে। সেই সঙ্গে গঠিত কমিশনের সদস্য সচিব মাওলানা রুহুল আমীনকে সাধারণ সদস্য রেখে বেফাক মহাসচিব মাওলানা আবদুল জব্বারকে কমিশনের সদস্য সচিব করতে সভায় কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা কমিশন গঠনকে কেন্দ্র করে ইফার ডিজি সামীম আফজালের কূটরাজনীতির তীব্র সমালোচনা করা হয়।

আল্লামা আশরাফ আলীর সভাপতিত্বে বৈঠকে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন- মাওলানা আনওয়ার শাহ, সহ-সভাপতি, মাওলানা নূর হোসাইন কাসেমী সহ-সভাপতি, মাওলানা মুস্তফা আযাদ সহ-সভাপতি, মুফতী মোঃ ওয়াক্কাস সহ-সভাপতি, মাওলানা আবদুল জব্বার, মহাসচিব, মাওলানা আবুল ফাতাহ, সহকারী মহাসচিব মাওলানা মাহফুজুল হক, সহকারী মহাসচিব, নির্বাহী কমিটির সদস্য মাওলানা নূরুল ইসলাম, মাওলানা সাজেদুর রহমান, মাওলানা সফি উল্লাহ, মাওলানা ওবাইদুর রহমান মাহবুব-বরিশাল, মুফতী ওমর ফারুক, মুফতী গোলাম মোস্তফা, মাওলানা নূরুল আমীন, বি-বাড়ীয়ার মাওলানা আবু তাহের জেলা কমিটি, লক্ষীপুরের মাওলানা মামুনুর রশীদ, গোপালগঞ্জের মাওলানা আব্দুল দাইয়ান, খুলনার মাওলানা গোলামুর রহমান, পটুয়াখালীর মাওলানা আব্দুল হকসহ অন্যান্য উলামায়ে কেরাম।

সভাপতির ভাষণে আল্লামা আশরাফ আলী বলেন- জাতির এই সংকটকালে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। একদিকে স্বীকৃতি আদায়ে কমিশনের প্রয়োজনীয়তা। অপরদিকে কোন কোন মহলের সুযোগ সন্ধান উভয় সংকটকে সামনে রেখেই আমরা উপর্যুক্ত ৫ দফা দাবীর ভিত্তিতে কমিশন বাস্তবায়ন ও সচল করার বিষয়ে আমাদের অবস্থান দৃঢ়। তাই ৫ দফা দাবীর বাইরে কোন কিছু হলে বেফাক তা গ্রহণ করবে না এবং তা স্বার্থান্বেষী মহলের দুরভিসন্ধিবলে প্রমাণিত ও প্রত্যাখ্যাত হবে। এমতাবস্থায় কওমী আলেম-উলামা ও ছাত্র সমাজ যে পথে দাবী আদায় করতে হয় সে পথেই হাঁটবে।